ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি রাজা বাসু চৌধুরী

ডবলুপিএ ১৯৪৯৯ ২০২৩ সালের
ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

সঙ্গে

ডবলুপিএ ১৬৫০৮ এর ২০২৩ সালের
রবীন্দ্রনাথ সাহা
বনাম
ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

শ্রমিকের জন্য	:	পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী
(ডবলুপিএ ১৬৫০৮ এর ২০২৩)		শ্রীমতী অঙ্কিতা ঘোষ
এফসিআই এর জন্য	:	শ্রী দেবজ্যোতি বর্মণ
		শ্রীমতী সংযুক্তা বসু মল্লিক
ভারত ইউনিয়নের পক্ষে	:	শ্রী আতরুপ ব্যানার্জি
		শ্রী অয়নাভ রাহা
শুনানি	:	০১.০৯.২০২৩
রায়	:	৩০.১১.২০২৩

বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরীঃ

১. বর্তমান রিট পিটিশনগুলি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ এর অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে। (এরপরে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। দুটি পৃথক রিট পিটিশন

ভারতীয় খাদ্য নিগম (এরপরে "নিয়োগকর্তা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং অন্যটি রবীন্দ্রনাথ সাহা (এরপরে "শ্রমিক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা দায়ের করা হয়েছে।

২. শ্রমিকের যুক্তি হল যে তিনি ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে মাঝে মাঝে নিয়োগকর্তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে তার অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত ক্রমাগত চাকরি করে আসছিলেন। যেহেতু, শ্রমিকের মতে, গ্র্যাচুইটি তার অনুকূলে বিতরণ করা হয়নি, তাই তিনি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্ম-'এন' -এ আবেদন করেছিলেন। বিতর্কিত শুনানির পর, ৩০শে মে, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর্মীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করতে সন্তুষ্ট হন এবং ফর্ম-'আর' -এ একটি নোটিশ জারি করে নিয়োগকর্তাকে নির্ধারিত গ্র্যাচুইটির পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানান।

৩. শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তা উভয়ই উপরোক্ত আদেশ থেকে দুটি পৃথক আপিল আবেদন করেছিলেন। যদিও শ্রমিক যে সময়কালের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে সংক্ষুব্ধ ছিলেন, নিয়োগকর্তা নিজেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষুব্ধ ছিলেন। নিয়োগকর্তার মতে, গ্র্যাচুইটি কর্মীকে মোটেও প্রদেয় ছিল না। রেকর্ড থেকে আরও জানা যায় যে 30শে মার্চ, 2023 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগকর্তার করা চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে, উপরোক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তবে, কর্মীর চ্যালেঞ্জের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নিয়োগকর্তাকে শ্রমিকের জমা দেওয়া নথির আলোকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন,

একজনের পক্ষে গ্র্যাচুইটি বিতরণের বিষয়টি বিবেচনা করে, সুধীর দাস।

৪. নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক উভয়ই উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দুটি পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। যদিও শ্রমিক তার প্রাথমিক নিয়োগের তারিখ থেকে গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা করেছেন, নিয়োগকর্তা আপিল কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

৫. নিয়োগকর্তার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বর্মন যুক্তি দেন যে, শ্রমিককে কাজ-বিহীন বেতনের ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শ্রমিক বছরে ২৪০ দিনের বেশি তার দায়িত্ব পালন করেননি। অতএব, আইনানুগ বিধান অনুসারে, শ্রমিক গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন। নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে দাখিল করা লিখিত বিবৃতির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে কোনও স্বীকারোক্তি না থাকা সত্ত্বেও, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ভুল-ত্রুটিপূর্ণ কারণে শ্রমিকের যোগদানের তারিখ ২০০১ সালের ২৭শে জুলাই ধরে কর্মীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করেছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি নিয়োগকর্তার দ্বারা কখনও না করা একটি কথিত ভর্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে।

৬. নিয়োগকর্তা স্বীকার করেননি যে শ্রমিকটি ২৭শে জুলাই, ২০০১ তারিখে নিয়োগকর্তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রী বর্মনের মতে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য বিকৃত এবং কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। একই কথা মেনে নেওয়া যায় না।

৭. তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে যে, এক বছরে ২৪০ দিনের বেশি অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান না করে কোনও গ্র্যাচুইটি প্রদেয় নয়, শ্রী বর্মণ নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ

- লালাপ্পা লিঙ্গপ্পা বনাম লক্ষ্মী বিষ্ণু টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, (১৯৮১) ২ এস. সি. সি ২৩৮ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

- মফতলাল ফাইন স্পিনিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড. ভু. রামচর 'বেনিমাধব মিশ্র., রিপোর্ট করা হয় ১৯৯৬ এস. সি. সি অনলাইন গুজ ৩০৪

- সীতা রাম বনাম মতি লাল নেহেরু কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৮) ৫ এসসিসি ৭৫

৮. উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে, এটি জমা দেওয়া হয় যে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়ের দ্বারা গৃহীত আদেশগুলি বজায় রাখা যায় না এবং তা বাতিল করা উচিত।

৯. অন্যদিকে, শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ চক্রবর্তী, শ্রমিকের দাখিল করা ফর্ম-'এন' -এর আবেদনের উপর নির্ভর করে দাবি করেন যে, শ্রমিক ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ তারিখে নিয়োগকর্তার সাথে যোগদান করেছিলেন এবং ৩৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করার পর, তিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও, নিয়োগকর্তার গ্র্যাচুইটি প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু সেই অর্থ প্রদান না করায়, শ্রমিককে ফর্ম- 'এন' -এ আবেদন দাখিল করে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। যদিও, নিয়োগকর্তা উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন, তবে নিয়োগকর্তার যোগদানের তারিখ সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট অস্বীকৃতি জানানো হয়নি।

১০. লিখিত বিবৃতি -এর প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়, এটি জমা দেওয়া হয় যে নিয়োগকর্তা

অনুচ্ছেদ ৫ শুধুমাত্র একটি বিবৃতি দিয়েছিল যে শ্রমিক কখনই অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতেন না এবং মাঝে মাঝে কাজ করতেন। এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার সময়, নিয়োগকর্তা রেকর্ডগুলি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপরোক্ত বিবৃতিটি নিয়োগকর্তা দ্বারা শ্রমিককে তার যৌনতার অধিকার অস্বীকার করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল। নিয়োগকর্তার দ্বারা এমন কোনও দাবি করা হয়নি যে শ্রমিক বছরে ২৪০ দিনের বেশি কাজ করেননি।

১১. শ্রী চক্রবর্তী বলেন যে, উপরোক্ত বিষয় সত্ত্বেও, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নিয়োগকর্তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ২৭ জুলাই, ২০০১ থেকে গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করে। শ্রী চক্রবর্তীর মতে, শ্রমিক যোগদানের তারিখ থেকে গ্র্যাচুইটির অধিকারী, যে তথ্যটি নিয়োগকর্তা অস্বীকার করেননি এবং এই কারণেই আপিল করা হয়েছিল।

১২. যদিও আপিল কর্তৃপক্ষের উপর এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব ছিল, আপিল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি নিষ্পত্তি না করে বিষয়টি নিয়োগকর্তার কাছে ফেরত পাঠায়। উপরোক্ত নির্দেশ সত্ত্বেও, নিয়োগকর্তা এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া বেছে নিয়েছেন। তবে, মিঃ চক্রবর্তী দাখিল করেন যে, যদিও শ্রমিক আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা উপরোক্ত নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আবেদন করেছেন, যেহেতু এর কোনও আইনগত অনুমোদন নেই, তাই এই আদালতের উচিত আপিল কর্তৃপক্ষকে এটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া। শ্রী বর্মনের উপর নির্ভরশীল রায়গুলি আলাদা করে বিবেচনা করার সময়, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, যেহেতু, কোনও অস্বীকৃতি নেই

শ্রমিক ২৪০ দিনের অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান না করার বিষয়ে আবেদন, উপরোক্ত রায়গুলি নিয়োগকর্তাকে সহায়তা করতে পারে না এবং অন্যথায় তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক করা যায়।

১৩. ভারত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ব্যানার্জি, উক্ত আইনের বিধানের উপর নির্ভর করে, দাখিল করেন যে, উক্ত আইনের ধারা ৪ এর সাথে পঠিত ধারা ২ক এর বিধান পর্যালোচনা করলে, শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, তিনি দাখিল করেন যে, এই আদালত কর্তৃক হস্তক্ষেপের কোন মামলা তৈরি করা হয়নি। তবে, তিনি দাখিল করেন যে, সাধারণত, যদি না পক্ষগুলি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে বা প্রদত্ত রায় বিকৃত, অথবা কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে না হয়, তাহলে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। প্রদত্ত তথ্যের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা একটি মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাই এই আদালত তার অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার জন্য বাধ্য নয়।

১৪. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

১৫. যেহেতু নিয়োগকর্তার উত্থাপিত আপত্তিটি এই প্রশ্নের দিকে যায় যে শ্রমিকরা ইরেট্যুইটি প্রদানের অধিকারী হবে কিনা, তাই আমি প্রথমে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

১৬. নিয়োগকর্তার উত্থাপিত আপত্তির ভিত্তি হল এই দাবি যে শ্রমিকটি স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন না বরং মডার্ন রাইস মিলের অধীনে একটি হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের অধীনে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ছিলেন, যা

বন্ধ হওয়ার পর, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়। নিয়োগকর্তা দাবি করেন যে শ্রমিকটি কোনও কাজ-বিনা বেতনের ভিত্তিতে একজন অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন এবং কখনও ক্রমাগত কাজ করতেন না বরং মাঝে মাঝে কাজ করতেন। তবে, নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় যে, অধিগ্রহণের পরে, উক্ত চালকলটি বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোনও ঠিকাদার জড়িত ছিল।

১৭. এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, রেকর্ডে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে, নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত একটি গণনাপত্রের ভিত্তিতে একটি তথ্যগত তথ্য ফেরত দিয়েছে যে শ্রমিকের যোগদানের তারিখ ২৭শে জুলাই, ২০০১ এবং অবসরকালীন তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১। নিয়োগকর্তা উপরোক্ত তথ্য ভুল বলে দাবি করলেও, তিনি কখনও এই তথ্যের ভিত্তি বাতিল করার চেষ্টা করেননি। উপরোক্ত হিসাবপত্র বা এতে প্রদত্ত তথ্য চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু নয়। এই বিষয়ে কোনও যুক্তিও নেই। উপরোক্ত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে, আদেশে প্রকাশ করা হয়েছে যে কর্মী নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রদত্ত শেষ বেতন প্রমাণ করার জন্য ফর্ম-১৬, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, আয়কর রিটার্ন এবং EPFO স্টেটমেন্টের কপি জমা দিয়েছিলেন। নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রকাশিত গণনাপত্রের সাথে উপরোক্ত নথিগুলি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যগত তথ্য কিছু প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং এটিকে কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলা যাবে না।

১৮. উপরোক্ত তথ্যগত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেরত পাঠানো হয়েছিল যা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহাল রাখা হয়েছিল, সুতরাং,

কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যাবে না, এবং তাই, আমার মতে, এতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সৈয়দ ইয়াকুব বনাম কে.এস. রাধাকৃষ্ণণ এবং অন্যান্যরা মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়, যা AIR 1964 SC 477-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে এই আদালতের দ্বারা বাস্তবিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ অনুমোদন করে না, যখন এটি কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে তৈরি। পূর্বোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, পূর্বোক্ত তথ্যগত সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৯. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আমার মতে, উপরে উল্লিখিত কিছু প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ যে তথ্যগত অনুসন্ধান করেছে তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

২০. লালাপ্পা লিঙ্গাপ্পা (উপরে) এবং মাফতলাল ফাইন স্পিনিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (উপরে)-এর মামলায় প্রদত্ত রায়গুলি বাদলি শ্রমিকদের মামলার সাথে সম্পর্কিত। অন্যথায়, তথ্যের ভিত্তিতেও একই বিষয়গুলি আলাদা করা যায়। সীতা রামের (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যগত সিদ্ধান্তের আলোকে এটি নিয়োগকর্তাকে সহায়তা করে না। উপরোক্ত আলোকে, নিয়োগকর্তার করা চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হয়। নিয়োগকর্তাকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার জন্য শ্রমিকের অধিকারের বিষয়ে, এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আপিল কর্তৃপক্ষ অবশেষে আপিলের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য ছিল। এটি শ্রমিকের মামলা যে তিনি 33 বছরের চাকরি কার্যকর করেছিলেন

৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং উপরে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমিককে আংশিক স্বস্তি দিয়েছিল। শ্রমিকের প্রকাশিত নথির আলোকে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলের উত্থাপিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও, এটি বিবেচনা করা হয়নি। পরিবর্তে এটি নিয়োগকর্তার দ্বারা তদন্তের জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছিল, যা আমার মতে অনুমোদিত নয়। যদিও, শ্রমিক আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বোক্ত আদেশটি নিয়োগকর্তা কর্তৃক কার্যকর করার জন্য দাবি করেছেন, তবে, শ্রী চক্রবর্তীর দাখিলকৃত দাবী বিবেচনা করে এবং যেহেতু, পূর্বোক্ত নির্দেশ আইনত টেকসই নয়, তাই আমি মনে করি নিয়োগকর্তাকে পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়ে কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

২১. যেহেতু, শ্রমিকের দাবির বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও সিদ্ধান্ত ফেরত না দেওয়া হয়েছে, তাই আমি এই বিষয়টি আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি যাতে তারা এই বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি ফেরত পাঠানোর সময়, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে রিমান্ডের জন্য উপরোক্ত নির্দেশিকাটি ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে ২৬শে জুলাই, ২০০১ পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রমিকের অধিকারের সিদ্ধান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যে সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ত্রাণ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

২২. এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পক্ষগুলিকে শুনানির সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু,

বিষয়টি বেশ কয়েক বছর ধরে বিচারাধীন এবং যেহেতু, উপরোক্তটি অবসরকালীন পাওনার অংশ, তাই আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে পক্ষগুলিকে কোনও অপ্রয়োজনীয় স্থগিতাদেশ না দিয়ে এই আদেশের তারিখ থেকে 3 মাসের মধ্যে উপরোক্ত কার্যক্রম শেষ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত গ্র্যাচুইটির ক্ষেত্রে, আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহাল থাকা এবং এই আদালত কর্তৃক হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত, একই পরিমাণ শ্রমিকের পক্ষে বিতরণ করা হবে, যদি ইতিমধ্যেই বিতরণ না করা হয়, যিনি আপিলের অধিকার এবং বিরোধের ক্ষতি না করেই উপরোক্ত পরিমাণ পাবেন।

২৩. উপরোক্ত নির্দেশ এবং পর্যবেক্ষণের সাথে, উপরোক্ত রিট পিটিশনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

২৪. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৫. এই আদেশের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি,রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal